Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 05-04-2026 14:39 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২১ চৈত্র ।। ১৪৩২।। রবিবার ৫ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৪ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 05-04-2026 14:39 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২১ চৈত্র ।। ১৪৩২।। রবিবার ৫ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩০৪ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

দলকে অসম্মান করলে রেয়াত নয়', ফরাক্কার 'বিক্ষুব্ধ' মনিরুলকে সাসপেন্ড করার হুঁশিয়ারি মমতার

রাজ্যগুলি কেন্দ্রের আজ্ঞাবহ নয়! যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে মত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির

তালসারি থানায় প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে রাতভর বৈঠক প্রসেনজিৎ,ঋতুপর্ণা, যিশুদের

কলকাতায় হামলার হুমকি পাক মন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভারত ফের এক 'সাজানো হামলার' ছক কষছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। শনিবার শিয়ালকোটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, এবার প্রত্যাঘাতের তেজ পৌঁছবে কলকাতা পর্যন্ত। আসিফের বয়ানে, 'এ বার যদি তেমন কোনও নাটকের চেষ্টা করা হয়, আমরা জোরালো ভাবে তার জবাব দেব এবং বিষয়টা কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে যাব। ঠিক যে ভাবে এক বছর আগে আমাদের বায়ুসেনা ওদের মাটিতেই ওদের আঘাত করে এসেছিল।' ভারতের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ দিতে না পারলেও তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দাবি, ভারত এক নতুন ধরণের 'মিথ্যা অভিযানের' প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, এই পরিকল্পনায় নিজেদের লোক অথবা ভারতীয় জেলে বন্দি পাকিস্তানিদের ব্যবহার করতে পারে নয়াদিল্লি। আসিফের কথায়, 'ওরা কিছু মৃতদেহ ছুড়ে দেবে এবং দাবি করবে তারা সন্ত্রাসবাদী যাদের জব্দ করা হয়েছে।' এমনকি বিভিন্ন

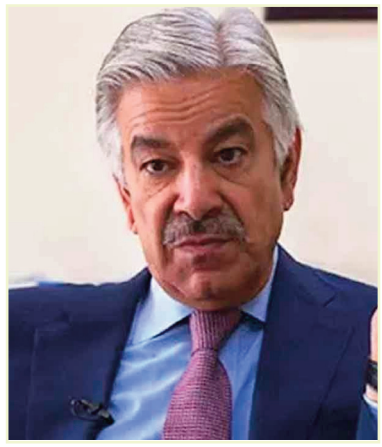

জেল থেকে এই কাজের জন্য 'বন্দি সংগ্রহ' করা হচ্ছে বলেও অদ্ভুত দাবি করেছেন তিনি। পাক সংবাদমাধ্যমের একাংশ জানাচ্ছে, গোয়েন্দা সূত্রে নাকি এমন তথ্য পেয়েছে পাক সেনা। তাতে কাশ্মীরি বাসিন্দাদেরও ব্যবহারের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ইসলামাবাদের দাবি, ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের ইতিবাচক ভূমিকায় অস্বস্তিতে রয়েছে ভারত। সেই কারণেই নজর ঘোরাতে এই সাজানো ছক। গত বছর এপ্রিলে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। তার জবাবে ভারত সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল করে 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ টেনেই ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আসিফ। তাঁকে উস্কানিমূলক মন্তব্য থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে পাল্টা সাবধানও করেছেন। ভারত সরকার এখনও সরকারিভাবে এর কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি। তবে আসিফের মন্তব্যের সারবত্তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

মনোনয়ন না তুললে বহিষ্কার

মনিরুলকে হুঁশিয়ারি মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ করলে কোনোভাবেই রেয়াত করা হবে না, ফরাক্কার 'বিক্ষুব্ধ' বিদায়ী বিধায়ক মনিরুল ইসলামকে ঠিক এই ভাষাতেই কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসের হয়ে মনোনয়ন জমা দেওয়ায় মনিরুলকে দল থেকে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। রবিবার সামশেরগঞ্জের জনসভা থেকে নেত্রী সাফ জানান, মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে কড়া পদক্ষেপ নেবে দল। অন্য দিকে, দলনেত্রীর এই হুমকিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন মনিরুল। তাঁর পাল্টা চ্যালেঞ্জ, 'কারও হুমকির কাছে মাথানত করব না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমি করবই।'

নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে মুর্শিদাবাদের মাটি থেকে এদিন সুর চড়ান মমতা। ফরাক্কার প্রার্থী আমিরুল ইসলাম ও সামশেরগঞ্জের নূর আলমের সমর্থনে আয়োজিত সভায় তিনি মনিরুলের উদ্দেশে বলেন, ফরাক্কার বিধায়ককে বলছি, শুনেছি তিনি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। টিকিট না পেয়ে আমি তাঁকে বলছি প্রত্যাহার করে নিতে। না করলে আমি জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও সাংসদ খলিলুর রহমানকে বলছি, দল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করতে।

নেত্রীর প্রশ্ন, যে কর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করেন, তাঁরা কি সকলে টিকিট পান? মমতার কথায়, যে কাজ করবে, সে টিকিট পাবে। যে মানুষের সঙ্গে থাকবে সে টিকিট পাবে। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বয়স যে একটি বড় কারণ, তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি।নেত্রীর এই মেজাজি বার্তার পরেও নিজের অবস্থানে অনড় মনিরুল ইসলাম। শনিবারই তিনি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক দপ্তরে কংগ্রেসের হয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'আমি তো চুরি, তোলাবাজি কিছুই তো করিনি। তাহলে কেন আমাকে দল টিকিট দিল না?' তিনি সাফ জানিয়েছেন, প্রয়োজনে পদত্যাগ করবেন কিন্তু লড়াই থেকে সরবেন না। সূত্রের খবর, অতীতে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের কারণেই এবার ঘাসফুল শিবির তাঁকে টিকিট দেয়নি। যদিও ফরাক্কায় কংগ্রেসের প্রার্থী নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। অধীর চৌধুরীর দাবি, তাঁদের প্রার্থী মেহতাব সেখ-ই। কিন্তু মেহতাবের নাম ভোটার তালিকায় না থাকায় সেখানে মনিরুলের অন্তর্ভুক্তি রাজনৈতিক সমীকরণ জটিল করে তুলেছে। এদিনের সভা থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং নির্বাচন কমিশনকেও নিশানা করেন মমতা। মহিলাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আইটিবিপি-র ডিজি এসে বলে গিয়েছেন সব মেয়েদের চেক করবে। মেয়েদের গায়ে হাত দিলে, মেয়েরা মেয়েদেরটা বুঝে নেবেন।' নাম না করে জনৈক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'তুমি কাকে কাকে ভয় দেখাচ্ছ, কাকে ফোন করছ, সব জানি।' ভোটারদের আবেগ ছুঁতে মমতার বার্তা, '২৯৪টি কেন্দ্রে আমি কিন্তু প্রার্থী। ভুলে যান কার কী নাম, কার কী ধর্ম। শুধু মনে রাখুন জোড়াফুল।'

ভোটের রাতে ইভিএম মেশিন পাহারা দেওয়ার জন্য কর্মীদের ২৪ ঘণ্টা সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ৯ এপ্রিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন।

তার আগে মনিরুল পিছু হঠেন কি না, এখন সেটাই দেখার। ফরাক্কায় এই অন্তর্কোন্দল তৃণমূলের ভোট ব্যাংকে থাবা বসাতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কাটল জট, ভোটের লড়াইয়ে মহতাব, ট্রাইবুনালের রায়ে স্বস্তিতে কংগ্রেস প্রার্থী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শেষ পর্যন্ত আইনি জটে জয়ের মুখ দেখলেন ফরাক্কার কংগ্রেস প্রার্থী মহতাব শেখ। নাম সংশোধনী আর ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নিয়ে যে টানাপড়েন চলছিল, তার অবসান ঘটল এসআইআর ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায়ে। কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দিল, মহতাব শেখের নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত করতে হবে। এই নির্দেশের ফলে আসন্ন নির্বাচনে তাঁর মনোনয়ন জমা দেওয়ার পথে আর কোনও বাধা রইল না।ঘটনার সূত্রপাত কমিশনের ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা ঘিরে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কমিশন যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছিল, তাতে দেখা যায় মহতাবের নাম নেই। সেখানে তাঁর নাম ছিল 'শেখ মহতাফেরুল'। অথচ তাঁর আধার কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স এমনকি সন্তানের জন্ম শংসাপত্রেও নাম রয়েছে 'মহতাব শেখ'। নামের এই বিভ্রাটে মনোনয়ন পেশ করতে পারছিলেন না তিনি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকেরা তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু করলেও ট্রাইব্যুনাল কার্যকর না হওয়ায় বিপাকে পড়েন কংগ্রেস প্রার্থী। শেষমেশ শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে সল্টলেকের বিজন ভবনে ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হন তিনি।আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস সওয়াল করেন। কমিশনের তরফে উপস্থিত ছিলেন দিব্যা মুরুগেসান। দু'পক্ষের সওয়াল শোনার পর প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ মহতাবের পক্ষে রায় দেয়। ট্রাইব্যুনাল গঠিত হওয়ার পর এটিই ছিল প্রথম মামলার নিষ্পত্তি। ৬০ লক্ষেরও বেশি ভোটার এখন এই বিশেষ প্রক্রিয়ার অধীনে রয়েছেন। এই রায়ের ফলে অন্য ভোটারদের ক্ষেত্রেও আশার আলো দেখা দিল। প্রার্থী হয়েও নিজের ভোটাধিকার নিয়ে যে অনিশ্চয়তায় মহতাব ভুগছিলেন, আদালতের এই নির্দেশে তাতে ইতি পড়ল। মনোনয়ন জমা দেওয়ার চূড়ান্ত লগ্নে এই জয়কে বড় সাফল্য হিসেবেই দেখছে মুর্শিদাবাদের জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 05-04-2026 14:39 Page 3

এই মুসলিম দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ সমকামী, বাকি ২০ শতাংশ উভকামী !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পাকিস্তানি ট্রান্সজেন্ডার অধিকারকর্মী হিনা বালোচের একটি সাম্প্রতিক ভিডিও সাক্ষাৎকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। 'কুইয়ার গ্লোবাল' নামক একটি ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে হিনা দাবি করেছেন যে, পাকিস্তানের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ সমকামী এবং বাকি ২০ শতাংশ উভকামী। তার মতে, দেশটির কেউই প্রকৃতপক্ষে 'স্ট্রেইট' বা বিপরীতকামী নয়। হিনার এই মন্তব্য পাকিস্তানের রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় এক বিশাল বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।সাক্ষাৎকারটিতে হিনা বালোচ পাকিস্তানের যৌনতাকে একটি 'খোলা রহস্য' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সামাজিক চাপ, ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা এবং পারিবারিক সম্মানের ভয়ে মানুষ তাদের প্রকৃত যৌন পরিচয় গোপন রাখে। হিনা জোর দিয়ে বলেন, মানুষ জনসমক্ষে এই সত্য অস্বীকার করবে এবং ধর্ম বা সংস্কৃতির দোহাই দেবে, কিন্তু পর্দার আড়ালের বাস্তবতা

একেবারেই ভিন্ন। তিনি নিজের বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতার কথা টেনে বলেন যে, পাকিস্তানের সমাজে সমকামিতা অত্যন্ত প্রবল হলেও তা স্রেফ স্বীকার করা হয় না। নিজের জীবনের সংগ্রাম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হিনা জানান, ছোটবেলায় তার কাছে নিজের যৌন পরিচয়ের চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ ছিল লিঙ্গ প্রকাশ বা জেন্ডার এক্সপ্রেশন। তিনি বলেন, আমার মূল দুশ্চিন্তা ছিল কীভাবে ঠোঁটে লিপস্টিক দেব আর পরিবারের গালিগালাজ থেকে বাঁচব। কীভাবে মেয়েদের মতো পোশাক বা গয়না পরব অথচ মার খেতে হবে না, সেটাই ছিল আসল লড়াই। এই ব্যক্তিগত লড়াই থেকেই তিনি পরবর্তীতে অধিকার আদায়ের পথে পা বাড়ান।পাকিস্তানের 'খাজা সিরা' বা ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের দুর্দশা নিয়েও হিনা বেশ জোরালোভাবে কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কাঠামোগত বৈষম্যের কারণে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের ভিক্ষাবৃত্তি, নাচ কিংবা যৌনকর্মের মতো সীমিত ও শোষণমূলক পেশায় বাধ্য করা হয়। এই প্রথা ভাঙার লক্ষ্যেই তিনি পাকিস্তানে 'সিন্ধু মুরাত মার্চ' এবং 'অওরত মার্চ'-এর মতো আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।তবে অধিকার আদায়ের এই পথ হিনার জন্য সহজ ছিল না। তিনি জানান, একটি প্রতিবাদ কর্মসূচিতে 'প্রাইড ফ্ল্যাগ' বা রংধনু পতাকা ওড়ানোর পর তাকে চরম হিংসার শিকার হতে হয়েছিল। এমনকি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথাও তিনি তুলে ধরেন।

জীবনের ঝুঁকির মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান ছাড়তে বাধ্য হন। বর্তমানে হিনা বালোচ লন্ডনের সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করছেন এবং যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তার এই সাহসী বক্তব্য একদিকে যেমন প্রশংসিত হচ্ছে, অন্যদিকে রক্ষণশীল মহলে তীব্র সমালোচনার ঝড় তুলেছে।

রক্তে মিশছে নর্দমার বিষ !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ইন্দোরের সেই ভয়াবহ স্মৃতি আজও টাটকা, যেখানে নর্দমার জল পানীয় জলের লাইনে মিশে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন ২০ জন মানুষ। ঠিক কয়েক মাসের মাথায় রাজস্থানের জয়পুর থেকেও উঠে এল প্রায় একই রকম এক শিউরে ওঠা ছবি। জয়পুরের সুশীলপুরা এলাকায় গত এক সপ্তাহ ধরে ঘরে ঘরে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অভিযোগ সেই একই; পানীয় জলের পাইপলাইনে ঢুকে পড়েছে নর্দমার নোংরা জল। বমি, ডায়রিয়া, তীব্র পেটে ব্যথা আর জ্বরে কার্যত নাজেহাল ওই এলাকার শয়ে শয়ে বাসিন্দা। বিশেষ করে শিশু আর বৃদ্ধদের অবস্থা সবথেকে শোচনীয়।সুশীলপুরার অলিগলিতে এখন কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে যন্ত্রণার কথা। স্থানীয় বাসিন্দা পূরণ মল কুমায়াত জানালেন, তাদের বাড়ির সবাই ডায়রিয়ায় ভুগছেন, দুর্বলতায় শরীর ভেঙে পড়েছে। তার স্ত্রীকে সুস্থ করতে ইনজেকশন পর্যন্ত নিতে হয়েছে। জানকী সাইনি নামে এক মা করুণ সুরে শোনালেন তার তিন সন্তানের কথা, যারা পেটের ব্যথা আর জ্বরে ছটফট করছে। এখন বাধ্য হয়ে তারা বাইরের থেকে জল কিনে আনছেন অথবা ট্যাঙ্কারের ভরসায় বসে থাকছেন। এই পরিস্থিতি কেবল স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি করছে না,

সাধারণ মানুষের পকেটেও বড় টান দিচ্ছে। জগদীশ সাহুর মতো অনেক বাসিন্দার আক্ষেপ, চিকিৎসার খরচ আর প্রতিদিন জল কেনার বাড়তি পয়সা গুনতে গিয়ে তাঁদের নাভিশ্বাস উঠছে।কেন এমন পরিস্থিতি হল? এলাকার মানুষের আঙুল প্রশাসনের দিকেই। সম্প্রতি সেখানে রাস্তা তৈরির কাজ হয়েছে, আর অভিযোগ উঠেছে যে সেই সময় মাটির তলার পানীয় জলের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই ফাটা অংশ দিয়েই নর্দমার নোংরা জল পানীয় জলের লাইনে ঢুকে পড়ছে। নর্দমাগুলো উপচে পড়ছে আর ভাঙা রাস্তার ধুলো-কাদায় পরিস্থিতি আরও নরকীয় হয়ে উঠেছে। স্থানীয় সরকারি ডিসপেনসারির প্রধান চিকিৎসক ডঃ অনিল মেহতা জানিয়েছেন, গত তিন দিনেই ১৫০-এর বেশি রোগী এই একই উপসর্গ নিয়ে তাঁর কাছে এসেছেন। বেসরকারি ক্লিনিকগুলোর অবস্থাও তথৈবচ।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

ভারতে 'এক্সট্রা ম্যারিটাল' সম্পর্কে বেশি মজে বৌদিরাই !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতে কি তবে বৈবাহিক বিশ্বস্ততার সংজ্ঞাই বদলে যাচ্ছে? মুখে আমরা যতই 'হাম দো হামারে দো' কিংবা পারিবারিক মূল্যবোধের কথা বলি না কেন, পর্দার আড়ালের চিত্রটা কিন্তু বেশ আলাদা। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জন্য জনপ্রিয় অ্যাপ 'গ্লিডেন' -এর সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা আমাদের চেনা সামাজিক কাঠামোর ওপর এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। সমীক্ষার ফলাফল বলছে, ভারতে এই অ্যাপের গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে ৪০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে, যা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং এক নিঃশব্দ সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত।বিয়ের মতো পবিত্র বন্ধনে থেকেও বহু মানুষ এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের আশ্রয় নিচ্ছেন। উদ্দেশ্য;সামান্য সাহচর্য, আত্মতৃপ্তি কিংবা সম্পর্কের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি। ২০২৪ সালে ভারতের টায়ার-১ এবং টায়ার-২ শহরের ২৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী ১,৫০০ বিবাহিত নারী-পুরুষের ওপর একটি গবেষণা চালিয়েছিল গ্লিডেন। সেখানে দেখা গেছে, প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ প্রথাগত সম্পর্কের বাইরে গিয়ে 'সুইংগিং' (পার্টনার অদলবদল) কিংবা 'ওপেন রিলেশনশিপ'-এর মতো বিষয়গুলোতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। শুধু গ্লিডেন নয়, অন্য একটি আন্তর্জাতিক অ্যাপ 'অ্যাশলে ম্যাডিসন'-এর তথ্যও চমকে দেওয়ার মতো। ২০২৫ সালের জুন মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমের মতো মন্দির ও সিল্ক শাড়ির জন্য পরিচিত ঐতিহ্যবাহী শহরটিও এখন পরকীয়া বা বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অন্যতম হটস্পট

হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুম্বাইয়ের মার্কেটিং অ্যানালিস্ট স্নিগ্ধা ঘোষ (নাম পরিবর্তিত) মনে করেন, এগুলো এখন আর স্রেফ ব্যক্তিগত বিষয় নেই, অনেক ক্ষেত্রে 'ওপেন সিক্রেট'। তিনি বলেন, এখন অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রী তার স্বামীর সম্পর্কের কথা জানেন, কিন্তু কোনও এক কারণে চুপ থাকেন। ওপেন ম্যারেজ বা উন্মুক্ত বিয়ের ধারণাটিও বেশ দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। অন্যদিকে অনিরুদ্ধ (নাম পরিবর্তিত) নামে এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, তিনি স্রেফ রোমাঞ্চের খোঁজে গত ১২ বছরের দাম্পত্যের বাইরে গিয়ে এসব অ্যাপ ব্যবহার করেন।গ্লিডেনের তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় ব্যবহারকারীদের আচরণে কিছু নির্দিষ্ট ধরণ লক্ষ্য করা গেছে। মোট ব্যবহারকারীর ৬৫ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৫ শতাংশ মহিলা। ভারতীয়রা দিনে গড়ে ১ থেকে ১.৫ ঘণ্টা এই অ্যাপে সময় কাটান। বিশেষ করে দুপুর ১২টা থেকে ৩টে এবং রাত ১০টা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত অ্যাপে ভিড় সবচেয়ে বেশি থাকে। পছন্দের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরুষরা সাধারণত ২৫-৩০ বছর বয়সী মহিলাদের খোঁজেন। অন্যদিকে, মহিলারা ৩০-৪০ বছর বয়সী আর্থিকভাবে সচ্ছল পেশাদারদের, যেমন ডাক্তার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা বড় পদের কর্মকর্তাদের বেশি পছন্দ করেন।বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের এই ঝোঁক শুধু দিল্লি-মুম্বাইয়ের মতো মেট্রো শহরেই সীমাবদ্ধ নেই। তালিকায় শীর্ষে আছে বেঙ্গালুরু (১৮ শতাংশ), হায়দ্রাবাদ (১৭ শতাংশ), এবং দিল্লি (১১ শতাংশ)। তবে লক্ষ্ণৌ, চণ্ডীগড়, সুরাট, কোয়েম্বাটোর, পাটনা এবং গুয়াহাটির মতো ছোট শহরগুলো থেকেও বিপুল সংখ্যক মানুষ এখন এই তালিকায় নাম লেখাচ্ছেন। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল মহিলাদের অংশগ্রহণের হার। গত দুই বছরে এই অ্যাপে মহিলা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।গ্লিডেনের ইন্ডিয়া কান্ট্রি ম্যানেজার সিবিল শিডেল একে এক 'নিঃশব্দ বিপ্লব' হিসেবে দেখছেন। তার মতে, মহিলারা এখন নিজেদের আবেগ ও ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপারে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং স্বাধীন। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়;এই বৃদ্ধি কি নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিফলন, নাকি বর্তমান দাম্পত্য সম্পর্কের ভেতরে থাকা গভীর শূন্যতা বা অপূর্ণ আবেগের বহিঃপ্রকাশ? তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, একবিংশ শতাব্দীর ভারত তার সম্পর্কের সমীকরণগুলো অত্যন্ত গোপনে অথচ দৃঢ়ভাবে বদলে ফেলছে। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকলেও, তার ভেতরে মানুষের আনুগত্যের সংজ্ঞাটি আগের চেয়ে অনেক বেশি নমনীয় হয়ে উঠছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 05-04-2026 14:39 Page 4

ফের অধীরের প্রচারে উত্তেজনা, একধিক জায়গায় গো ব্যাক স্লোগান

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ শনিবার পর রবিবারও বহরমপুরে নির্বাচনী প্রচারে উত্তেজনা বিরাজ করল। কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরীর মিছিলে তিনটি স্থানে গো ব্যাক স্লোগানের মুখে পড়েন তিনি। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা এ স্লোগান দেন। অশান্তি এড়াতে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন ছিল।রবিবার সকালে বহরমপুর পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের মোহন রায় পাড়া মোড় থেকে পায়ে হেঁটে মিছিল শুরু করেন অধীর। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। শনিবারের উত্তপ্ত পরিস্থিতির পর প্রশাসন সকাল থেকেই নিরাপত্তা জোরদার করে।তবে তিনটি এলাকায় ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দয়াময়ী কালী বাড়ি, দয়ানগর মোড় ও কান্ডনগর রোড;তৃণমূল সমর্থকদের গো ব্যাক স্লোগানের মুখে পড়েন অধীর। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেন।উল্লেখ্য, শনিবারও বহরমপুরে অধীরের মিছিল ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটপ্রচারে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। কংগ্রেস দাবি করে, তৃণমূল কাউন্সিলরের নেতৃত্বে একদল যুবক মিছিলের পথে জড়ো হয়েছিলেন। কংগ্রেস কর্মীরা পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে গো ব্যাক স্লোগান ওঠে, পাল্টা কংগ্রেস কর্মীরাও স্লোগান দিতে থাকেন। এর ফলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী অধীরকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়।এই ঘটনার জেরে অধীর চৌধুরী তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের কুকুরের বাচ্চা বলে তোপ দাগেন। হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আমি মানুষের কাছে প্রচারে এসেছি। ওরা ভয় পাচ্ছে। মারলে পিষে দেব।

রাজগঞ্জে প্রার্থী বদলের জল্পনা, অনিশ্চয়তায় স্বপ্না বর্মণ !

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে এখন তুমুল জল্পনা। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ মুহূর্তে এসে কি তবে বদলে যেতে চলেছে তৃণমূলের প্রার্থী? যদিও আগেই দলের তরফে স্বর্ণপদক জয়ী স্বপ্না বর্মণের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তবুও শোনা যাচ্ছে তাঁর প্রার্থিতা নিয়ে তৈরি হয়েছে কিছু জটিলতা।মূল সমস্যা নাকি নথিপত্র ঘিরে। জানা যাচ্ছে, রেল দফতরের প্রয়োজনীয় কাগজ এখনও তাঁর হাতে পৌঁছায়নি। আর আগামীকালই মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব নথি না এলে প্রার্থী বদলের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।এই পরিস্থিতিতে নতুন করে আলোচনায় উঠে আসছেন প্রাক্তন বিধায়ক খাগেশ্বর রায়। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে তাঁকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। তাঁর কথায়, শুক্রবার ফোন করে কাগজপত্র তৈরি রাখতে বলা হয়েছে। কাল মনোনয়নের সময়ই সব পরিষ্কার হবে।উল্লেখ্য, স্বপ্না বর্মণের নাম ঘোষণার পর কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েই দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন খাগেশ্বর রায়। যদিও পরে শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। তবে সেই সময় তাঁর মধ্যে তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি। এখন পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করায় তাঁর গলায় ফের আত্মবিশ্বাসের সুর তিনি আশাবাদী, সুযোগ পেলে বড় ব্যবধানে জিতবেন।

ফৌজিজোতে ধরা পড়ল চিতা, স্বস্তি এলাকায়

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ফৌজিজোত এলাকায় অনেকদিন ধরেই চিতাবাঘের ভয়ে মানুষজন আতঙ্কে ছিলেন। অবশেষে আজ সেই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছে। বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় একটি বড় চিতাবাঘ ধরা পড়েছে।কিছুদিন আগে ওই এলাকা থেকেই একটি চিতাবাঘের শাবক উদ্ধার হয়েছিল। তারপর থেকেই এলাকায় ভয় আরও বেড়ে যায়। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর মানুষজন খুব প্রয়োজন না হলে বাড়ির বাইরে বেরোতে চাইতেন না। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে বনদপ্তর এলাকায় খাঁচা পেতে রাখে।আজ সেই খাঁচাতেই ধরা পড়েছে পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘটি। খবর পেয়ে বনকর্মীরা দ্রুত সেখানে গিয়ে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।এই ঘটনার পর এলাকায় সামান্য স্বস্তি এলেও, মানুষের মনে এখনও পুরো ভয় কাটেনি। তবে বনদপ্তর নজরদারি বাড়ানোর কথা জানিয়েছে এবং এর পাশপাশি এলাকাবাসীকে কিছুদিনের জন্য সাবধানে থাকতে বলেন।

তালিকা থেকে নাম উধাও, আতঙ্কে মৃত্যু মহিলার

নয়া জামানা, হুগলি ঃ রিষড়ায় ফের ভোটার তালিকা ঘিরে আতঙ্কজনিত মৃত্যুর অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার গভীর রাতে বাড়ি থেকে উদ্ধার হল ৫৮ বছরের মিনতি সেনের ঝুলন্ত দেহ। পরিবারের দাবি, সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় দেশছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় মানসিক চাপে ভুগছিলেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রিশরা পঞ্চায়েতের ৪৪-৪৫ নম্বর বুথের বাসিন্দা মিনতি সেনের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক এসআইআর প্রক্রিয়ার পর প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় তাঁর এবং তাঁর ছেলের নাম বাদ পড়ে। এরপর থেকেই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। পরিবার জানায়, দেশছাড়া হতে হতে পারে;এই ভয়ই ক্রমশ গ্রাস করছিল তাঁকে।শনিবার গভীর রাতে বাড়ির একটি ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার।রবিবার সকালে মৃতার বাড়িতে যান স্থানীয় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ত্রুটি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি-র নীতির কারণেই সাধারণ মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছেন। এই মৃত্যুর জন্য কমিশনকেই দায়ী করেন তাঁরা।উল্লেখ্য, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকেই একাধিক জেলায় একই ধরনের অভিযোগ সামনে এসেছে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া, নাগরিকত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং প্রশাসনিক চাপে মানসিক অবসাদ বাড়ছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই আত্মহত্যা ও অসুস্থতাজনিত মৃত্যুর একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে।

তালিকায় বাদ পঞ্চায়েত সদস্য সহ সাত শতাধিক! রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, হাসনাবাদ ঃ টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেন শয়ে শয়ে মানুষ। সকাল থেকেই হাসনাবাদের কাঁথি-মালঞ্চ রোডে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল, ক্ষোভের আগুন। অভিযোগ, তিনটি বুথের মোট ৭০০ ভোটারের নাম সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় বাদ পড়েছে। বিশেষ করে ২৫১ নম্বর বুথের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের নামও তালিকায় নেই।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বসিরহাট উত্তর বিধানসভার মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫১, ২৫২ ও ২৫৩ নম্বর বুথে এই ধরনের ব্যাঘাত ঘটেছে। স্থানীয়রা জানান, অন্যদেশ থেকে আসা মানুষদের নাম ভোটার লিস্টে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, অথচ আমাদের পূর্বপুরুষদের বসবাস থাকা সত্ত্বেও আমাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।স্থানীয়রা রবিবার সকাল থেকে দফায় দফায় রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। তারা দাবি করেন, সঠিক তদন্ত ছাড়া এই সমস্যা সমাধান হবে না। বিক্ষোভকারীরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন যেন নির্বাচন কমিশন সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করে। এ ঘটনায় রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেরও সরগরম প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। ভোটের মুখে এসআইআর ইস্যুতে উত্তপ্ত রাজনীতি চলছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ধাপে ধাপে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করলেও, নাম বাদ পড়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ অব্যাহত। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য এলাকায়ও একই ধরনের সমস্যা বিরাজ করছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত ট্রাইব্যুনালে নামের নিষ্পত্তি বিবেচিত হলেও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ধোঁয়াশা আছে। তারা জানেন না, এবার ভোট দিতে পারবেন কিনা এবং কার কাছে আবেদন করবেন।নির্বাচন আগের এই সময়ে ভোটারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছে। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরণের বিক্ষোভের ঘটনা ঘটছে। ভোটের আগে নাম বাদ পড়া ভোটারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। কত দূর পর্যন্ত এই উত্তেজনা বিস্তার করবে, তা এখনও অজানা।

নদীয়ায় একাধিক নির্বাচনি সভা মমতার, প্রস্তুতি তুঙ্গে

নয়া জামানা, নদিয়া ঃ নদীয়ায় একাধিক নির্বাচনি সভা করতে আসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি সপ্তাহেই তাঁর পরপর তিনটি জনসভা ঘিরে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে জোর প্রস্তুতি, রাজনৈতিক মহলেও বাড়ছে জল্পনা।সূত্রের খবর, আগামী সোমবার প্রথম সভা হবে নদীয়া উত্তরের নাকাশিপাড়া বিধানসভায়, বেথুয়াডহরির জেসিএম স্কুল মাঠে। সেখানে হেলিপ্যাড তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই সভাকে কেন্দ্র করে নাকাশিপাড়া, কালীগঞ্জ ও পলাশীপাড়া;এই তিন বিধানসভা এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক জড়ো করার পরিকল্পনা নিয়েছে শাসক শিবির। শনিবার প্রস্তুতি বৈঠক সেরে জেলা নেতৃত্ব জানিয়েছে, সভাকে ঐতিহাসিক করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।একই দিনে নাকাশিপাড়ার সভার পর মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ব বর্ধমানের সমুদ্রগড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে।

সেখান থেকে ফের নদীয়ার শান্তিপুরে জনসভা করবেন তিনি। শান্তিপুরের অদ্বৈত পৌর ক্রীড়াঙ্গণকে ঘিরেও প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই মঞ্চ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছেন।

পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের নিয়েও একাধিক বৈঠক চলছে। তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের দাবি, এই সভাগুলিকে ঘিরে কর্মী- সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 05-04-2026 14:39 Page 5

শতবর্ষ প্রাচীন ‘করোনা’ টাইপ

রাইটার আজ গৃহবন্দি দার্জিলিংয়ে !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ করোনা ভাইরাসে থরথর গোটা বিশ্ব। বহু বহুদিন পর মানুষ ঘরবন্দি। চলছে লকডাউন। দার্জিলিং-এর পাহাড়ে ঐতিহাসিক রায়ভিলাতে কিন্তু ‘করোনা’ নামেই এক পুরোনো টাইপ রাইটার রয়েছে। কিন্তু এখন সেই করোনাকে দেখতে যাওয়ার কোনও পর্যটক নেই। সমস্ত জায়গা কার্যত বন্ধ এখন। ফলে দর্শকহীন কোলাহলহীন অবস্থাতেই রয়েছে ‘করোনা’। দার্জিলিংয়ে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী বাড়ি রায়ভিলা। ১৯১১ সালে দার্জিলিংয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন নিবেদিতা। সেখানে তাঁর সমাধিও হয়। নিবেদিতার স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িতেই সযত্নে রাখা হয়েছে করোনা টাইপ রাইটার। টাইপ রাইটারটি ১৯২০ সালের। করোনা নামে একটি আমেরিকান কোম্পানির তৈরি বলে টাইপ রাইটারটির এমন নাম। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী যখন রাজ্যপাল ছিলেন, সেই সময় নিয়মিত তিনি দার্জিলিং আসতেন। পরে অবশ্য ভাইসরয় হয়ে চলে যান অন্যত্র। কিন্তু চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে একজন সেনাবাহিনীর চিকিৎসক ছিলেন, মেজর জেনারেল পি চ্যাটার্জি। তিনিই দার্জিলিংয়ে থাকার সময় এই টাইপ রাইটারটি ব্যবহার করতেন।‘করোনা’ টাইপ রাইটারের বিশেষত্ব হল এটি ফোল্ড করা যায়। লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি, চওড়ায় দশ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় আট ইঞ্চি। যুদ্ধে যাওয়ার সময় এই টাইপ রাইটার ব্যবহার করতে বেশ সুবিধা হত। রায়ভিলার শ্রীরামকৃষ্ণ নিবেদিতা শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী নিত্যসত্যানন্দ জানিয়েছেন, এখন আমরা করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। কিন্তু একশো বছর আগে ব্রিটিশ সেনারা যুদ্ধকালীন কাজে কিন্তু এই করোনা টাইপ রাইটারের সাহায্য নিতেন। যেহেতু টাইপ রাইটারটি শতবর্ষ প্রাচীন, সেই কারণে তাঁরা এটিকে রায়ভিলায় নিবেদিতার ঘরের সামনে রেখে দিয়েছেন সযত্নে। দার্জিলিং বেড়াতে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে এই টাইপ রাইটারটি একটি দ্রষ্টব্যের বিষয়। পুরোনো হলেও এখনও সচল। যদিও কম্পিউটার চলে আসার পর ‘করোনা’কে আর ব্যবহার করা হয় না। রায় ভিলার সম্পাদক আমাদের জানিয়েছেন, পাহাড়ে এখন পর্যটক আসা যেমন বন্ধ, তেমনই তাঁরা করোনা সতর্কতার জন্য বিভিন্ন সভা, শিক্ষামূলক কর্মসূচিও স্থগিত রেখেছেন। ফলে ‘করোনা’ টাইপ রাইটার দেখার আর লোক নেই এই সময়। ‘করোনা’ টাইপ রাইটারের বিশেষত্ব হল এটিকে ফোল্ড করা যায়। ভাবলেও অবাক লাগে, করোনা আমাদের বাধ্য করেছে গৃহবন্দি হতে। সেই সঙ্গে নিজেকেও ! মানুষের জন্যই তাকে দেখতে আসার লোক নেই দার্জিলিং-এ। শতবর্ষ প্রাচীন ‘করোনা’ এই অসময়ে হয়ে ওঠে আরও ঐতিহাসিক।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।